নামাদি শ্রবণপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের পরিকর-শ্রবণও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণাদি শ্রবণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তেমনই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের কথা শ্রবণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীবিছুর মহাশয় ৩।১৩।৪ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকটে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জস্য সুরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাং ॥

"হে প্রভো! মহানুভাবগণ মানবমাত্রের পক্ষে দীর্ঘকাল বহুপরিশ্রমসিদ্ধ আত্ম অনাত্ম প্রভৃতি শ্রবণের সার উদ্দেশ্যরূপে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—যাঁহাদের হৃদয়ে অনবরত মুকুন্দপাদারবিন্দ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, সেই সকল মহাভাগবতগণের গুণানুবাদ শ্রবণই মুখ্য ও সুখসাধ্য ফল।" তন্মধ্যে অর্থাৎ নামাদি শ্রবণমধ্যে যদ্যপি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের মধ্যে একটিই করুন অথবা ক্রম লঙ্ঘন করিয়াই সাধন করুন, তথাপি তাহার সিদ্ধি হইবেই। অর্থাৎ ভক্তিফল প্রেমলাভ অবশ্যই হইবে। তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অবশ্য অপেক্ষ্যণীয়। কারণ শ্রীনামশ্রবণ শুদ্ধ করিয়া দেন—এইপ্রকার আর কেউ পারে না। বিশেষতঃ চিত্তশুদ্ধি না হইলে রূপশ্রবণ দ্বারা রূপের উদয়যোগ্যতা ঘটিতে পারে না। যেমন দর্পণ নির্ম্মল হইলে রূপপ্রতিফলনের যোগ্যতা ঘটে, তেমনই চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ ভগবদ্ভিন্ন বিষয়ান্তরের আবেগশূন্য হইলে, ভগবদ্‌রূপের উদয়ের যোগ্যতা ঘটিয়া থাকে। তাই বলিলেন—"শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি।" রূপ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে উদয় হইলে শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণের স্ফূর্ত্তিযোগ্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে সেই নামরূপ ও গুণ পরিকরগণের সম্যকরূপে স্ফূর্ত্তি হইলেই, হৃদয়ে লীলাস্ফুরণের সম্যক যোগ্যতা হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সাধনের ক্রম লেখা হইয়াছে।

এইপ্রকার কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধেও ক্রম বুঝিতে হইবে। এই শ্রবণও মহাপুরুষের মুখ হইতে বিগলিত হইলে মহামাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখপ্রদ হইয়া থাকে। সেই মহন্মুখরিত শ্রবণও দুইপ্রকার—মহৎকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহৎকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে লক্ষ্য করিয়া মহদাবির্ভাবিতত্ব ১।৩।৪০ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃ শ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥